দৈনিক সংবাদ

FEB. 19 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫.....

FEB. 18 2002

ড. শামসুজ্জোহা ও তাঁর স্মৃতিফলক -সংবাদ

আজ ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

ড. জোহার মৃত্যুই আইয়ুব শাহীর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩১ বছর পরও শহীদ ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যু দিবসটিকে সরকারিভাবে পালন করা হয় না। অথচ ১৯৬৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ড. জোহার মৃত্যুই আইয়ুব শাহীর ভীত নাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ শহীদ শামসুজ্জোহার ৩৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী। দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে আসলেও জোহার পরিবার এখন কোথায়, কিভাবে আছেন তার কোন খোঁজ রাখেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানেও জোহা পরিবারের কাউকে ডাকা হয় না। কেবল গতানুগতিকভাবে জোহা দিবসটিকে স্মরণ করা হয়। দেশে আজ ড. জোহার মতো আত্মোৎসর্গকারী-অকুতোভয়-দেশপ্রেমিক শিক্ষকের বড়ই অভাব।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের তৎকালিন শিক্ষক শামসুজ্জোহা '৬৯ এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি পাক বাহিনীর গুলি ও বেয়নেট চার্জে মৃত্যুবরণ করেন। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের মাইলফলক জোহার আত্মদান। বাঙালি জাতির গৌরব-অহঙ্কার-প্রতিরোধ-প্রতিবাদের শ্রেয়তর অর্জনের মাস হলো ফেব্রুয়ারি। '৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার যখন বুঝতে পারে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর অনুসারিদের বিচারে আটকানোর বাস্তব কোন তথ্য-প্রমাণ সরকারের হাতে নেই, তখন জেলখানার বন্দিদের হত্যার নীল-নকশা প্রণয়ন করে। সেই নীল-নকশার অংশ হিসেবে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট জেলখানায় সার্জেন্ট জহরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের খবরে সারা দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ঐতিহাসিক ৬ দফা ও পরবর্তীতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার আন্দোলন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয়েছিল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

রাজশাহীতেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানা বেধে ওঠে। জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শহরে প্রবেশ করে। রাজশাহী কলেজের সামনে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। খবর পেয়ে জোহা গাড়ি নিয়ে সেখানে ছুটে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ১৭ই ফেব্রুয়ারি একুশ উপলক্ষে আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সাধারণ সভা ছাত্রদের ওপর পুলিশি হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ সভায় রূপ নেয়। সেদিনের সেই সভায় ড. জোহা ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত সাদা শার্ট দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ছাত্রদের রক্তের স্পর্শে আজ আমি উজ্জীবিত। এরপর শুধু ছাত্রদের নয়, আমাদেরও রক্ত দিতে হবে। সভায় তিনি দৃঢ় কণ্ঠে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এরপর যদি কোন গুলি করা হয়, সেই গুলি কোন ছাত্রের গায়ে লাগার আগে আমার বুকে লাগবে।'

পরদিন ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রাজশাহী শহরের কার্ফু ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। বেলা ১১ টার দিকে ছাত্রদের একটি বিক্ষোভ মিছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শহরে যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ফটকের সামনে সমবেত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিন প্রক্টর ড. জোহা গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে ছোটাছুটি করছিলেন, আর পাক সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবি অফিসারকে বলছিলেন, প্লিজ ডোন্ট ফায়ার, আমার ছাত্ররা এখনই চলে যাবে এখান থেকে। কিন্তু সেই অফিসারটি তাঁর অনুরোধ মানতে রাজি ছিল না। জোয়ানদের বারবার গুলি করার জন্য তৈরী থাকার নির্দেশ দিচ্ছিল।